মক্তব সাহিত্য

মক্তব সাহিত্য

মোনাজাত

[সুরা ফাতেহা]

শুরু করিলাম লয়ে নাম আল্লার
করুণা ও দয়া যাঁর অশেষ অপার।

* * *

সকলি বিশ্বের স্বামী আল্লার মহিমা
করুণা কৃপার যাঁর নাই নাই সীমা।
বিচার-দিনের খোদা ! কেবল তোমারি
আরাধনা করি আর শক্তি ভিক্ষা করি।
সরল সহজ পথে মোদেরে চালাও
যাদেরে বিলাও দয়া সে পথ দেখাও।
যারা অভিশপ্ত পথভ্রষ্ট এ জগতে
চালায়োনা খোদা যেন তাহাদের পথে।

আলোচনা : মোনাজাত—প্রার্থনা, সুরা—শ্লোক, ফাতেহা—উদ্ঘাটিকা। এই সুরা দিয়াই পবিত্র কোরান শরীফের আরম্ভ। এইজন্য এই সুরার নাম 'ফাতেহা'। ...

প্রশ্ন : ...

বানান কর ও অর্থ বল— ...

হজরত মোহাম্মদের উম্মত পরীক্ষা

কোনো এক ব্যক্তি হজরত মোহাম্মদের নিকট গিয়া তাঁহার উম্মত হইবার প্রার্থনা জানাইল। হজরত তাহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য তাহার হাতে একটি মুরগির বাচ্চা দিয়া বলিলেন, 'তুমি কোনো নির্জন স্থানে গিয়া, ইহাকে জবেহ করিয়া লইয়া আইস।'

লোকটি মুরগির বাচ্চাটিকে লইয়া নির্জন স্থানের খোঁজে বাহির হইল। সে এক এক করিয়া বন, জঙ্গল, গুহা, পর্বত সমস্ত অনুসন্ধান করিল, কিন্তু নির্জন স্থান কোথাও পাইল না।

... যেখানে যায় সেইখানেই তাহার মনে হয় খোদা তো এখানেও ...। তাহা হইলে আমি নির্জন স্থান কোথায় ... ফিরিয়া গিয়া ... বলিল, 'হজরত ! আমি কোথাও নির্জন স্থান ... মুরগির বাচ্চা ফেরৎ লউন।

তখন ... আনন্দের সহিত লোকটিকে বলিলেন, 'তুমিই আমার উম্মত হইবার উপযুক্ত পাত্র।'

বালকগণ, তোমরা মনে কর যে যেখানে কোনো লোক নাই সে স্থান নির্জন। এইরূপ স্থানে কোনো পাপ কাজ করিলে কেহ দেখিতে পাইবে না। কিন্তু ইহা মনে করা তোমাদের ভুল ! এইরূপ নির্জন স্থানেও একজন আছেন, তিনি আল্লাহ। তোমরা তাঁহাকে দেখিতে পাও না বটে কিন্তু তিনি তোমাদের সদা সর্বদা দেখিতে পান। নির্জন স্থান মনে করিয়া তোমরা যেখানে যে কাজ করিতে ইচ্ছা কর ; নিশ্চয় জানিও সেখানে খোদা তোমাদের প্রতি চাহিয়া আছেন। তোমরা যাহা কর, তিনি তাহা দেখিতে পান ও তোমরা যাহা মনে ভাব, তাহাও তিনি বুঝিতে পারেন।

আলোচনা : উম্মত—শিষ্য, নির্জন—জনপ্রাণিশূন্য, গুহা—সুড়ঙ্গ।

প্রশ্ন : গল্পটা পড়িয়া কি উপদেশ পাইলে? ... মোহাম্মদ কে ছিলেন? ... কোথায় ... পাইল না কেন?

আলস্যের ফল

লাঙ্গল কাঁদিয়া বলে ছেড়ে দিয়ে গলা,
'তুই কোথা হতে এলি ওরে ভাই ফলা?
যেদিন আমার সাথে তোরে দিল জুড়ি,
সেই দিন হতে মোর এত ঘোরাঘুরি।'
ফলা বলে,—'ভালো ভাই, আমি যাই খসে,
দেখি তুমি কি আরামে ঘরে থাক বসে।'
টুটে গেল ফলাখানা, হলখানা তাই
খুশি হয়ে বসে থাকে, কোনো কর্ম নাই।
চাষী বলে,—'এ আপদে আর কেন রাখা?
চালা করে এরে আজ ধরাইব আখা।'
হল্ তবে বলে,—'ভাই ফলা আয় ধেয়ে,
খাটুনি যে ভালো আহা জ্বলুনীর চেয়ে।'

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আলোচনা : ...

পানি

পানি না হইলে আমরা বাঁচিতে পারি না। পানির অন্য নাম জল। পিপাসার সময় পানি না পাইলে সমস্ত জীবজন্তু প্রাণত্যাগ করে। গোসল করা, অজু করা, রান্না করা, কাপড় ধোয়া, বাসন মাজা ইত্যাদি প্রতিদিনের নানা আবশ্যকীয় কাজ আমাদের পানির সাহায্যে করিতে হয়।

নদী, পুষ্করিণী প্রভৃতির জলভাগ তোমরা অনেকে দেখিয়াছ। উহাদের অপেক্ষা আরও বৃহৎ জলভাগ আছে তাহাকে সমুদ্র বলে। সমুদ্র দুনিয়ার স্থলভাগকে ঘিরিয়া আছে। ... তাহা হইলে এই দুনিয়ার পানি কত বেশি, তাহা সহজেই অনুমান করিতে পার। সমুদ্রের পানি লোনা। উহা কেহ পান করিতে পারে না। পানের জন্য যে পানি ব্যবহার করিবে, তাহা বিশুদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। বিশুদ্ধ পানি বর্ণহীন, গন্ধহীন ও স্বাদহীন। যে পানিতে কোনো বর্ণ বা গন্ধ আছে তাহা দূষিত বলিয়া জানিবে। দূষিত পানিতে নানারূপ রোগের বীজাণু লুকানো থাকে। দূষিত পানি পান করিলে আমাশয়, টাইফয়েড ও কলেরা প্রভৃতি রোগ আক্রমণ করিতে পারে। নানা কারণে নদী, পুষ্করিণী ও কূপ প্রভৃতির পানি দূষিত হয়। নদীতে লোকে জীবজন্তুর মৃত দেহ ফেলে, বহু গাছপালার পাতা পড়িয়া পচে, লোকে মল-মূত্র ত্যাগ করে ও গোমহিষাদি স্নান করায়, ইত্যাদি কারণে ... পানি দূষিত হয়। ... এইজন্যই গ্রামে মধ্যে মধ্যে এত বেশি সংক্রামক রোগ দেখা দেয়। তোমরা কদাচ এইরূপ জলাশয়ের পানি পান করিবে না।

দূষিত পানি পান করিতে হইলে উহা আধ ঘণ্টা আগুনে ফুটাইয়া লইয়া একটি পাত্রে রাখিয়া দিবে ; পরে ঠাণ্ডা হইলে পান করিবে। ...

আলোচনা : গোসল—স্নান, পুষ্করিণী—পুকুর, দুনিয়া—পৃথিবী, ...
প্রশ্ন : ...
বানান কর ও অর্থ বল : আবশ্যকীয়, সমুদ্র, বর্ণহীন, দূষিত।

কুটির

ঝিকিমিকি করে জল সোনালি নদীর,
ওইখানে আমাদের পাতার কুটির।

* * *

আকাশে গড়িয়া ওঠে মেঘের মিনার
তারি ফাঁকে দেখা যায় চাঁদের কিনার। ...

ধলি গাই ডাক ছাড়ে বাছুর ফেরার
থমকে দাঁড়িয়ে কাছে ঝুমকো বেড়ার

দু কদম হেঁটে এসে মোদের কুটির,
পিলসুজে বাতি জ্বলে মিটির মিটির
চাল আছে ঢেঁকি-ছাঁটা,
রয়েছে পানের বাটা,
কলাপাতা ভরে দেবো ঘরে-পাতা দই,
এই দেখ আছে মোর আয়না কাঁকই। ...

আলোচনা : ... কিনার—ধার, নিকট, কুটুম—আত্মীয়, মাদল—একপ্রকার বাদ্যযন্ত্র, কাঁকই—চিরুনি, অঢেল—বিস্তর।

কবিতাটি আবৃত্তি কর। উপরের শব্দগুলির বানান ও অর্থ মুখস্থ কর। 'ঝিকি মিকি করে জল সোনালি নদীর'—অর্থাৎ নদীর উপর যখন বিকেলের সূর্য কিরণ পড়ে, তখন নদীর ঢেউগুলি সোনালি বর্ণ ধারণ করিয়া ঝকঝক করিতে থাকে।

প্রশ্ন : বানান কর ও অর্থ বল : মিনার, কুটির, মাল্লারা, মাদল, ফেরার, টসটসে।

ঈদের দিনে

... ঈদের নামাজ হইয়া গেল ! বালকেরা দল বাঁধিয়া আনন্দের সহিত নানা খেলায় মত্ত হইল। মহানবী মোহাম্মদ বাড়ি ফিরিতেছিলেন ; দেখিলেন, মলিন বসন পরিহিত একটি শীর্ণকায় বালক মাঠের এক প্রান্তে বসিয়া নীরবে কাঁদিতেছে।

হজরত ধীরে ধীরে বালকের নিকট গিয়া তাহার হাত ধরিয়া কোমলকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কাঁদিতেছ কেন বাছা?' বালক সরোষে হজরতের হাত ছাড়াইয়া লইয়া বলিল, 'ছেড়ে দাও আমাকে?' মহানবী তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে পুনরায় বলিলেন, 'একটু বল না, বাবা, শুনি তোমার কি হইয়াছে।' ...

মহানবীর চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল ; তবু তিনি হাসিতে চেষ্টা করিয়া বলিলেন, 'বাঃ তাতে কি? আমারও তো পিতামাতা আমার ছোট সময় মারা গিয়াছেন।'

এইবার বালক মুখ তুলিয়া হজরতের মুখের দিকে তাকাইল, এবং তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া বিশেষ লজ্জিত হইল।

হজরত কোমলকণ্ঠে বলিলেন, 'আচ্ছা, যদি আমি তোমার পিতা হই, আয়েশা তোমার মাতা হন, আর ফাতেমা তোমার বোন হয় ; ইহাতে তুমি সুখী হইতে পারিবে?' বালক মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানাইল।

মহানবী বালকের হাত ধরিয়া তাহাকে বাড়ি লইয়া গেলেন এবং বিবি আয়েশাকে ডাকিয়া বলিলেন, 'এই নাও, তোমার একটি ছেলে এনেছি।' ...

আলোচনা : খোশবু—গন্ধ, নামাজ—খোদার উপাসনা, পরিহিত—পরা অবস্থায়, কোমলকণ্ঠে—মিষ্টস্বরে, সরোষে—রাগের সহিত, গোসল—স্নান।

প্রশ্ন : হজরত মোহাম্মদ কে ছিলেন? গল্পটি পড়িয়া তোমরা কি জ্ঞান লাভ করিলে? বালকটি কাঁদিতেছিল কেন?

বানান কর ও অর্থ বল : মলিন, বসন, নীরবে, বিষয়-আশয়, জায়গা, সম্মতি, বিচিত্র।

মৌলবি সাহেব

ওয়ালেদেরই মতন বুজুর্গ
মক্তবের ঐ মৌলবি সাহেব,
তাই উঁহারে কেতাবে কয়
'হজরত রসুলের নায়েব।'

দুনিয়াদারির কাজ নিয়ে সব
দুনিয়ার লোক থাকে মাতি,
মৌলবি সাহেব দুনিয়া ভুলে
জ্বালিয়ে রাখেন দীনের বাতি।

উনিই জ্বালান জ্ঞানের আলো
আমাদের এই আঁধার মনে
ওঁরই গুণে মানুষ বলে
পরিচিত হই ভুবনে। ...

ধন দৌলত চান না উনি
রন মশগুল খোদার নামে
ওয়াজ নসিহত করে তিনি
ঠিক রেখেছেন মোদের গ্রামে।

শিক্ষা দিয়ে দীক্ষা দিয়ে
ঢাকেন মোদের সকল আয়েব
পাক কদমে সালাম জানাই
নবীর নায়েব মৌলবি সাহেব।

আলোচনা : ওয়ালেদ—পিতা, ... বুজুর্গ—শ্রদ্ধাস্পদ, নায়েব—প্রতিনিধি, দীনের বাতি—ধর্মের প্রদীপ, গাফলিয়ত—আলস্য, ফজর—সকাল, নসিহত—উপদেশ, আয়েব-দোষ, পাক—পবিত্র, কদম—চরণ।

প্রশ্ন : ...

চাষী

চাষীকে কেও চাষা বলে
করিও না ঘৃণা,
বাঁচতাম না আমরা কেহ
ঐ যে কৃষাণ বিনা।

রৌদ্রে পুড়ে, বৃষ্টিতে সে
ভিজে দিবারাতি,
মোদের ক্ষুধার অন্ন জোগায়
চায় না সে যশঃ খ্যাতি।

আলোচনা : চাষী—কৃষক, অন্ন—খাদ্যদ্রব্য, দিবারাতি—দিন ও রাত্রি, সমস্তক্ষণে, জোগায়—দেয়, যশঃ খ্যাতি—প্রশংসা।

প্রশ্ন : কবিতাটি মুখস্থ বল। চাষী কাহারা? চাষীরা আমাদের কি প্রকারে অন্ন জোগায় তাহা বল।

বানান কর ও অর্থ বল—বাঁচতাম, কৃষাণ, বৃষ্টি, ক্ষুধা।

কাবা শরীফ

... আল্লাহ তায়ালার আদেশে হজরত ইবরাহিম এই মসজিদ নির্মাণ করেন। এখন যে স্থানে কাবা শরীফ অবস্থিত তাহা তখন গভীর জঙ্গলে পূর্ণ ছিল। হজরত ইবরাহিম তাঁহার প্রিয় পুত্র হজরত ইসমাইলের মাতা হাজেরা বিবিকে এই স্থানে বনবাস দিয়াছিলেন। নিকটে কোথাও পানি না থাকায় মাতা-পুত্রে মৃতপ্রায় হন। খোদার মহিমায় ও পুণ্যশীলা বিবি হাজেরার প্রার্থনায় শিশু ইসমাইলের পায়ের আঘাতে সেই স্থানে এক সুপেয় পানি-বিশিষ্ট ঝর্নার উৎপত্তি হয়। সেই ঝর্না আজো 'আবে জমজম' কূপ নামে বিখ্যাত।

যেসব মোমিন হজ করিতে যান, তাঁহারা কাবা শরীফ তওয়াফ করিয়া এই পবিত্র 'আবে জম-জমে'র পানি পান করিয়া পবিত্র হন।

আলোচনা : এবাদতখানা—..., পুণ্যশীলা—যে মহিলার পুণ্যে মতি ..., মোমিন—বিশ্বাসী মুসলমান ... নাজেল—আবির্ভাব।

প্রশ্ন : কাবা শরীফ কাহাকে বলে? 'আবে জমজম' কূপ সম্বন্ধে যাহা জান বল। আমরা পশ্চিম মুখ হইয়া নামাজ পড়ি কেন?

কোরআন শরীফ

কোরআন শরীফ আমাদের হজরত মোহাম্মদের মারফতে প্রেরিত পবিত্র গ্রন্থ। এই পবিত্র কেতাবে আমাদের ইসলাম ধর্মের সমস্ত অনুশাসন লেখা আছে। জিবরাইল ফেরেশতা আল্লাহর যে বাণী আমাদের হজরতের নিকট বহিয়া আনিতেন, পবিত্র কোরআন তাহারই সংগ্রহ। কোরআন মানুষের রচিত নহে। ... আরব দেশে নাজেল হইয়াছিল বলিয়া, এই পবিত্র কেতাবের ভাষা আরবি।

এই কোরআন শরীফের মারফতেই আমরা আমাদের ইসলাম ধর্মের সমস্ত কিছু জানিতে পারি। ভালো মন্দ, পাক নাপাক, হালাল হারাম বাছিয়া লইতে পারি। কোরআন শরীফ পড়িলে হৃদয় মন পবিত্র থাকে, প্রাণে শান্তি পাওয়া যায়। ইহা রোজ পাঠ করিলে দুঃখ মুসিবতের হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। যে কোরআন শরীফের অনুশাসন মানিয়া চলে, সে কোনো পাপ কাজ করিতে পারে না। কাজেই সে আল্লাহের এবং রসুলের প্রিয় হয় এবং আখেরে বেহেশতে যায়। আমরা যেন রোজ পাক সাফ হইয়া কোরআন তেলাওত করি এবং তাহার অনুশাসন মানিয়া চলি।

আলোচনা : অনুশাসন—নিয়মাবলী, ফেরেশতা—দূত, বন্দেগি—বন্দনা ...

প্রশ্ন : ...

উদ্ভিদ

শিক্ষক—আজ তোমাদিগকে উদ্ভিদ সম্বন্ধে কিছু বলিব।

ছাত্র—জনাব, উদ্ভিদ কাহাকে বলে?

শিক্ষক—যাহারা মাটি ভেদ করিয়া উপরে ওঠে তাহাদিগকে উদ্ভিদ বলে। এই উদ্ভিদ আছে বলিয়াই মানুষ, জীবজন্তু প্রভৃতি বাঁচিয়া আছে। উদ্ভিদ কত রকমে আমাদের নিত্য আহার ও বস্ত্র জোগাইতেছে। ধান, কলাই, গম ইত্যাদি শস্য ও

নানাবিধ ফল আমরা নিত্য উদ্ভিদ হইতে পাইতেছি। গোরু, মহিষ, ছাগল প্রভৃতি আমাদের নিত্য কত উপকারে লাগে। ইহারাও উদ্ভিদ দ্বারা জীবন ধারণ করিয়া আছে। ...

শিক্ষক— ... সংক্ষেপে বুঝাইয়া বলিতেছি, মন দিয়া শুন। তুমি, আমি ও সমস্ত জীবজন্তু দিবারাত্র নিঃশ্বাস ছাড়িতেছি ও প্রশ্বাস গ্রহণ করিতেছি। আমরা সে মল মূত্র ত্যাগ করি উহা যেমন দূষিত পদার্থ, তেমনি আমরা যে নিশ্বাস ছাড়ি তাহাও দূষিত পদার্থ। প্রতি মুহূর্তে এই দুনিয়ার সমস্ত জীবজন্তু যে নিশ্বাস ছাড়িতেছে উহা দ্বারা সমস্ত বায়ুমণ্ডল দূষিত হইয়া যাইতেছে। ...

ছাত্র—ওস্তাদজি, উদ্ভিদের যখন প্রাণ আছে তখন নিশ্চয়ই ইহারা খাদ্য গ্রহণ করে।

শিক্ষক—হাঁ, ইহারা খাদ্য গ্রহণ করে বই কি। পাতার সাহায্যে ইহারা সূর্যকিরণ ও বাতাস হইতে খাদ্য সংগ্রহ করে। আবার শিকড় দিয়াও ইহারা মাটির মধ্য হইতে খাদ্য সংগ্রহ করে।

মনে রাখিবে, যে সকল বৃক্ষ একবার মাত্র ফল দান করিয়া মরিয়া যায় তাহাদিগকে ওষধি বলে। যেমন, ধান, কলা, সরিষা ইত্যাদি।

আলোচনা : ...
প্রশ্ন : ...

আল্লাহ তায়ালা

আল্লাহ এক। তিনি লা-শরিক অর্থাৎ তাঁহার কোনো শরিক নাই। তাঁহাকে কেহ পয়দা অর্থাৎ সৃষ্টি করে নাই। এই বিশ্বের যাহা কিছু—আকাশ, বাতাস, গ্রহ, তারা, রবি, শশী, জীব-জন্তু, তরু-লতা, ফুল-ফল সমস্ত তিনিই সৃজন করিয়াছেন। জীবন, মৃত্যু, সুখ, দুঃখ সকলেরই নিয়ন্তা তিনি। তিনি নিরাকার। তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায় না। যাঁহারা পুণ্যাত্মা পরহেজগার কেবল তাঁহারই কিছু স্বরূপ অনুভব করেন মাত্র। পৃথিবীর সমস্ত আওলিয়া, আম্বিয়া, ফকির, দরবেশ তাঁহারই মহিমা গান করেন। তাঁহারই ধ্যান করেন। তিনি ছাড়া দিন দুনিয়ায় আর কেহ উপাস্য নাই। ... আমরা যেন তাঁহারই কাছে শক্তি ভিক্ষা করি, একমাত্র তাঁহারই এবাদত করি।

আলোচনা : শরীক—অংশিদার, নিয়ন্তা—পরিচালক, নিরাকার—যাঁহার কোনো আকার নেই, পুণ্যাত্মা—যাঁহারা কেবল পুণ্য করিয়া জীবন কাটান, পরহেজগার—যাঁহারা পাপ কাজ করেন না, আওলিয়া—পীর, আম্বিয়া—পরগম্বর, এবাদত—উপাসনা।

প্রশ্ন : বানান কর ও অর্থ বল : স্বরূপ, অনুভব, ধ্যান, অশেষ, অনন্তকাল। গল্প পড়িয়া যাহা শিখিলে তাহা নিজের ভাষায় বল।

আমাদের খাদ্য

... ভাত অপেক্ষা রুটি খাইলে গায়ে বেশি জোর হয়। সিপাহিরা ডাল রুটির জোরেই লড়াই করিতে মজবুত।

তোমরা জিজ্ঞাসা করিতে পার, ভাত, ডাল, মাছ, তরকারি প্রভৃতি খাবার জিনিস কেন আমরা একসঙ্গে খাই? তাহার কারণ এই যে শরীরের পুষ্টি ও গায়ের জোরের জন্য যে সকল সার পদার্থের দরকার, ইহাদের কোন একটিতে তাহা নাই। সেইজন্য অনেকগুলিকে একত্র মিশাইয়া খাইবার আবশ্যক হয়। খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে একমাত্র দুগ্ধে আমাদের শরীর ধারণের উপযোগী সকল রকম প্রয়োজনীয় পদার্থই আছে, কিন্তু শুধু দুধ খাইলে তো চলে না এবং ভালো লাগে না। ভালো লাগিলেই বা কি! এত দুধ পাওয়া যায় কোথায়? ...

.. অধিক পরিশ্রমের কাজ করিতে হইলে, ভাত, রুটি মাখন, ঘি, চিনি প্রভৃতি পদার্থ বেশি পরিমাণে খাইবার আবশ্যক হয়। মাছ, মাংসে গায়ের জোর বেশি বাড়ে না। অবশ্য অল্প পরিমাণ খাইলে উপকার ভিন্ন অপকার হয় না।

বাঙলাদেশে মাছ যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। সেই জন্য উহা বাঙালি জাতির একটি উৎকৃষ্ট খাদ্য। যাঁহারা মাছ মাংস খান না, তাঁহারা উহাদের পরিবর্তে ছানা ব্যবহার করিলে যথেষ্ট উপকার পাইবেন। ছানা অপেক্ষাকৃত সুলভ এবং মাছ মাংস হইতে অধিক সারবান। ছানা হইতে সন্দেশ প্রস্তুত হয়। ...

আম, জাম, কাঁঠাল, কমলালেবু, ডাব, আতা, বেল, পেঁপে, কলা, আনারস প্রভৃতি নানাবিধ সুমিষ্ট ফল ঋতুভেদে আমাদের দেশে যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়।

খেজুর, বাদাম, আঙুর, নাসপাতি প্রভৃতি ফলের আমদানি উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ হইতে হইয়া থাকে। ফল একটি উৎকৃষ্ট খাদ্য। ফল খাইলে রক্ত পরিষ্কৃত হয়। তোমরা প্রত্যহ জল খাবারের সঙ্গে কিছু ফল খাইবে। জল খাবারের জন্য যাঁহারা 'বাজারের খাবার' অর্থাৎ ভেজাল ঘি তেলে প্রস্তুত খাদ্য ব্যবহার করেন, তাঁহাদের রোগের শেষ নাই। নানা পীড়ায় তাঁহারা কষ্ট পান। তোমরা সে সকল দূষিত খাদ্য কখনও মুখে দিও না। ...

—ডাঃ চুণীলাল বসু

আলোচনা : জন্মে—হয়, ... আবশ্যক—দরকার, পরিশ্রম—মেহনত, অপেক্ষাকৃত—চেয়ে, উৎকৃষ্ট—ভালো, ব্যাঘাত—বাধা।

প্রশ্ন : সার পদার্থ কি? কতকগুলি ফলের নাম কর যাহা উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ হইতে আমদানি হয়। ফলের গুণ বর্ণনা কর। পাকযন্ত্র কাহাকে বলে?

বানান কর : বাঙালাদেশে, সিপাহিরা, প্রয়োজনীয়, অপেক্ষাকৃত, তাড়াতাড়ি, পাকযন্ত্র।

হজরতের মহানুভবতা

... লজ্জা পাইয়া ক্ষমা চাহি সেই ভিখারি ফিরিয়া যায়,
সহসা কি কথা মনে হয়ে কন হজরত ডেকে তায়—
'ভুলিয়া গেছিনু, ফিরে এস তুমি, আছে আছে কিছু ঘরে,
উসমান কিছু দুধ পাঠায়েছে হাসান হোসেন তরে।
তাই এনে দিই, তুমি কর পান।' বলিয়াই হজরত
গৃহপানে যান টলিতে টলিতে, চলিতে নারেন পথ।
ফাতেমা জননী ছেলেদের মুখে দুধের বাটিটি ধরি
খাওয়াবেন যেই, হজরত গিয়া কহেন মিনতি করি,
'উহাদের চেয়ে ভুখারি আর এক আসিয়াছে মোর কাছে,
হাসান হোসেন খায়নি? সে যে মা দুদিন উপাসী আছে!'
বলিয়াই তাঁর হাত হতে সেই দুধের বাটিটি লয়ে
আনিয়া দিলেন সেই ক্ষুধার্ত ...

আলোচনা : ...
প্রশ্ন : কবিতাটি আবৃত্তি কর ...

গোরু

গৃহপালিত জন্তুর মধ্যে গোরুর দ্বারা আমরা সর্বাপেক্ষা বেশি উপকার পাইয়া থাকি। সাদা, কালো, ঈষৎ লাল প্রভৃতি নানা বর্ণের গোরু দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের কান দুইটি বড় ও ঘাড় লম্বা, উহাতে গলকম্বল ঝুলিতে থাকে। লেজটি সরু ও লম্বা, নিচে এক গোছা চুল আছে, ইহা দ্বারা ইহারা মশা মাছি প্রভৃতি তাড়ায়।

ইহাদের দুইটি শিং আছে। ইহাদের খুর দুইভাগে বিভক্ত। যে সকল জন্তুর খুর দুইভাগে বিভক্ত, তাহারা তাহাদের খাদ্যদ্রব্য একেবারে না চিবাইয়া গিলিয়া ফেলে ...

গো-জাতি অত্যন্ত নিরীহ। ইহারা মাছ মাংস খায় না। তৃণ, খড়, খৈল, ভূষি প্রভৃতি ইহাদের খাদ্য। এই জন্য ইহাদের আমরা তৃণভোজী বলি।

আমাদের দেশে গোরুর সাহায্যে কৃষিকার্য সম্পন্ন করা হইয়া থাকে। ইহা ছাড়া, গাড়ি টানা, ঘানি টানা প্রভৃতি কাজও আমরা গোরুর সাহায্যে করিয়া থাকি। গাভীর দুগ্ধই শিশুদের একমাত্র পানীয়। উহা না পাইলে শিশুদের জীবনরক্ষা কঠিন ...

গোরু যে কত দিক দিয়া আমাদের উপকার করে তাহার ইয়ত্তা নাই। গোরুর দুধে শিশুর প্রাণরক্ষা হয়, চর্মে জুতা প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। হাড়ে বোতাম, ছুরি ও ছাতার বাঁট

তৈয়ারি হয়, আবার ঐ গোবর পচাইলে উহা উৎকৃষ্ট সার হয়। ঐ সার জমিতে দিলে ভালো ফসল জন্মে

গোরু পৃথিবীর নানাস্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। বিহার অঞ্চলের গোরু আমাদের দেশের গোরু অপেক্ষা অনেক বড়। ঐ দেশের গাভীগুলি দুধ দেয় বেশি। ...

আলোচনা : ...
প্রশ্ন : ...

আদর্শ ছেলে

আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে,
কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে।
মুখে হাসি, বুকে বল, তেজে ভরা মন,
'মানুষ' হইতে হবে—এই তার পণ।
বিপদ আসিলে কাছে হও আগুয়ান,
নাই কি শরীরে তব রক্ত মাংস প্রাণ?
হাত পা সবারি আছে, মিছে কেন ভয়,
চেতনা রয়েছে যার, সে কি পড়ে রয়? ...

আলোচনা : আগুয়ান—অগ্রসর, বিশ্ব—দুনিয়া, রক্ত—খুন, শোনিত, শক্তি—বল, পণ—প্রতিজ্ঞা, কল্যাণ—মঙ্গল।

প্রশ্ন : কবিতাটি মুখস্থ বল। কবিতাটি পড়িয়া কি শিক্ষা পাইলে?

পরিচ্ছদ

ছাত্র। মহাশয়! ভাই সে দিন বলিতেছিলেন যে বৃক্ষই আমাদের বস্ত্র দেয়। ইহা কি সত্য? আমরা আমাদের জামা কাপড় তো দোকানেই কিনিতে পাই, তাহা হইলে বৃক্ষ কি করিয়া আমাদের ইহা দেয়?

শিক্ষক। তোমার ভাই যাহা বলিয়াছেন তাহা সত্য ; বৃক্ষই আমাদের বস্ত্র দেয়। বস্ত্র কি করিয়া প্রস্তুত হয় জান?

ছাত্র। ... উহা তাঁতে তৈয়ারি হয়, ...

শিক্ষক। কয় প্রকারের বস্ত্র আছে জান?

ছাত্র। জি, না, আপনি বলিয়া দিন।

শিক্ষক। সাধারণত আমরা তিন প্রকার বস্ত্র ব্যবহার করিয়া থাকি। প্রথম সুতি বস্ত্র, দ্বিতীয় রেশমি বস্ত্র, তৃতীয় পশমি বস্ত্র। ...

বিচি হইতে তূলা ছাড়াইয়া পরে পিঁজিয়া চরকা বা টাকু প্রভৃতির সাহায্যে পাকাইয়া সুতা প্রস্তুত হয়। এই সুতা হইতেই আমরা সাধারণত সুতি বস্ত্র পাইয়া থাকি। আজকাল বহু পরিমাণে এই সুতা ও বস্ত্র মিলে তৈয়ারি হইতেছে।

ছাত্র। ইহা তো বলিলেন সুতি বস্ত্রের কথা। রেশমি বস্ত্রের কথা তো কিছুই বলিলেন না।

শিক্ষক। এইবার বলিতেছি, মন দিয়া শুন। গুটিপোকা নামে একজাতীয় পোকা আছে, উহার শরীর হইতে এক প্রকার রস বাহির হয়, ঐ রসে গুটিপোকা আপনার ঘর প্রস্তুত করিয়া তাহার মধ্যে থাকে ...

ছাত্র। ... পশমি বস্ত্রের কথা বলুন।

শিক্ষক। ... এইরূপ শিখিবার ইচ্ছা দেখিয়া সুখী হইলাম। পশমি কাপড় শীত নিবারণের জন্যই আমরা ব্যবহার করিয়া থাকি। ইহা ছাগল মেষ প্রভৃতির লোম কাটিয়া তাহার দ্বারা বুনা হয়। বনাত, কাশ্মীরা, সার্জ, ফ্লানেল, কম্বল ইত্যাদি আমরা ভেড়ার লোম হইতেই পাইয়া থাকি। আমাদের এই ভারতবর্ষেও ভালো ভালো পশমি কাপড় তৈয়ারি হইয়া থাকে।

গরিবরা শীত নিবারণের জন্য সস্তার কম্বল ব্যবহার করিয়া থাকেন। ধনীরা কিন্তু এই উদ্দেশ্যে মূল্যবান শাল, বনাত প্রভৃতি ব্যবহার করেন।

আলোচনা : প্রস্তুত—তৈয়ারি, প্রচলন—চলিত, মূল্যবান—দামি।

প্রশ্ন : কয় প্রকারের বস্ত্র সাধারণত আমার ব্যবহার করি? সুতি বস্ত্র ও রেশমি বস্ত্র আমরা কি করিয়া পাই?

সত্যরক্ষা

বাহরায়েনের শাসনকর্তা ... আছেন। দুইটি যুবক ... দরবারে হাজির হইয়া বলিল—

'জাহাঁপনা, এই যুবক ... হত্যা করিয়াছে; আমরা বিচার চাই।'

নোমান—হাঁ, যুবক, এ অভিযোগ সত্য?

যুবক—সত্য জাহাঁপনা, তবে আমার কিছু বলিবার আছে।

নোমান—বেশ, সংক্ষেপে বলিতে পার।

যুবক—জাহাঁপনা, আমরা মরুবাসী আরব। দেশে অকাল, তাই জাহাঁপনার রাজ্যে আসিয়াছি। পথে একটা বাগানের ধার দিয়া চলিতে আমার একটা উট বাগানের গাছের

একটা ডাল কামড়াইয়া ধরে ; আমি উট ফিরাইয়া আনিতেছি, এমন সময় একজন বৃদ্ধ অতি ক্রুদ্ধভাবে একটা বড় পাথর উটটাকে ছুঁড়িয়া মারে। উটটি তৎক্ষণাৎ ঢলিয়া পড়ে ও মারা যায়।

উটটি আমার বড় প্রিয় ছিল ; আমি রাগের মাথায় ঐ পাথরটা বৃদ্ধকে ছুঁড়িয়া মারি, তাহাতে বৃদ্ধ মারা যায়। তখন এই যুবক দুইজন আমাকে ...

নোমান— ... তোমার অপরাধ ... এ অপরাধের শাস্তি ...

যুবক—বিচার আমি মাথা পাতিয়া লইব ... কয়েকটি ছোট ভাই আছে ; আমিই ... অভিভাবক। পিতা মৃত্যুকালে তাহাদের জন্য আমার হাতে কিছু টাকা দিয়া গিয়াছেন। তাহা আমি মাটিতে পুঁতিয়া রাখিয়াছি। কিন্তু কোথায় রাখিয়াছি, তাহা আমি ছাড়া আর কেহ জানে না। আপনি যদি এখানেই আমার প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা করেন, তবে এই অর্থ তাহারা পাইবে না। সেইজন্য আমি ও আপনি দুইজনেই খোদার কাছে দায়ী হইব। তাই প্রার্থনা করি, জাহাঁপনা, আপনি আমায় আজিকার সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময় দেন, যাহাতে আমি কোনো লোককে উহাদের অভিভাবক নিযুক্ত করিয়া আমানতি টাকাটা তাঁহার হাতে দিয়া আসিতে পারি।

নোমান—কিন্তু সে অনুমতি দেওয়ার উপায় কোথায় যুবক? এখানে কে তোমার জামিন হইবে?

যুবক—(চারিদিকে চাহিয়া কোনো পরিচিত লোক না দেখিয়া) মহোদয়গণ, দয়া করিয়া আপনাদের কেহ আমার জামিন হউন ; ... যথাসময়ে ফিরিয়ে আসিব।

নোমানের ভাই—জাহাঁপনা ... জামিন হইলাম।

নোমান (ভাইয়ের প্রতি ... যদি এই অপরিচিত বেদুঈন আর ফিরিয়া না আসে, তবে তোমার কি অবস্থা হইবে ভাবিয়া দেখিয়াছ?

নোমানের ভাই—সম্পূর্ণ ভাবিয়া দেখিয়াছি, জাহাঁপনা, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এ ফিরিয়া আসিবে। আর যদি একান্ত না আসে, তবে জাহাঁপনার ভাইয়ের পক্ষে একটি অপরিচিত বেদুঈনের জন্য জান দেওয়ায় জাহাঁপনার নিন্দা হইবে না।

নোমান—উত্তম। যুবক, তবে এখন যাইতে পার।

যুবক অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া অভিবাদন করত দ্রুত চলিয়া গেল।

সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিয়াছে। নো'মান সভাসদগণসহ দরবারে বসিয়া আছেন। কিন্তু এখনও পর্যন্ত বেদুঈন যুবকের চিহ্নও দেখা যাইতেছে না। সভাসদগণ বলিতে লাগিলেন 'খুনি আসামি সে কি আর ফিরিবে?' ...

মুহূর্তকাল পরেই বেদুঈন যুবক ... দরবারে আসিয়া উপস্থিত হইল।

যুবক—মাফ করিবেন, জাহাঁপনা, আমার পরিজনবর্গ আমায় আসিতে বাধা দিয়াছিল, তাই আমার ঠিক সময়ে হাজির হইতে একটু দেরি হইয়া গেল। এখন জাহাঁপনার আদেশ কাজে পরিণত করুন ও আমার জামিনদারকে মুক্তি দেন।

নোমানের ভাই—এই অপরিচিত তরুণ যুবক নিতান্ত সঙ্গত কারণে সময় চাহিয়াছিল, কিন্তু কেহ তাহার জামিন হইতে রাজি হয় নাই। তাই আমি জামিন হইয়াছিলাম। কিন্তু মানুষ হিসাবে সে আজ আমার চেয়ে বড় তাহা প্রমাণ করিল।

যুবকদ্বয়—জাহাঁপনা, মহত্ত্ব কি কেবল এঁদের দুজনেরই একচেটিয়া? আমরা কি মহত্ত্বের কোনো শিক্ষা পাই নাই? আমরা আমাদের পিতার ... মাফ করিয়া দিলাম।

নোমান— ... মহত্ত্বের চরম আদর্শ দেখাইয়াছ ; ... শুধু আমাকেই বা তোমরা বঞ্চিত ... তুমি মুক্ত, খাজাঞ্চি, আমার নিজ তহবিল ...

যুবক দ্বয়ের পিতার খুনের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ... টাকা দিয়া দাও।

যুবকদ্বয়—মাপ করিবেন, জাহাঁপনা ; আমরা আল্লার ওয়াস্তে যা করিয়াছি, জাহাঁপনার নিকট হইতে তাহার প্রতিদান গ্রহণ করা অসম্ভব।

আলোচনা : অকাল—অজন্মা, ক্রুদ্ধভাব—রাগের সহিত, গেরেফতার—আটক, প্রমাণিত—নিশ্চিত হওয়া, বিষণ্ন—দুঃখিত, প্রতিদান—বিনিময়।

প্রশ্ন : গল্পটি পড়িয়া কি শিখিলে? নোমান, তার ভাই এবং খুনির মধ্যে কে বড়? যুবকদ্বয় জাহাঁপনার টাকা লইল না কেন?

বিড়াল

... বিড়ালের গঠন অনেকটা বাঘের মতো। বাঘের চেহারা দেখিতে বড় বিড়ালের মতো।

বিড়াল খুব সহজে পোষ মানে। ইহারা মাছ, ভাত, দুধ ইত্যাদি খাইয়া বাঁচিয়া থাকে। দুধ মাছ পাইলে ইহারা আর কিছু চায় না। ইঁদুর ধরিতে ইহারা খুব ভালোবাসে। ইহারা গরম স্থানে থাকিতে ভালোবাসে বলিয়া বিছানা ও উনানের ধারে শুইয়া থাকে। ... বিড়াল যখন শিকার ধরিতে যায় তখন পায়ের তলায় মাংসপিণ্ড থাকায় ইহাদের চলাফেরার শব্দ আদৌ শুনা যায় না। শিকার বুঝিতেই পারে না যে বিড়াল তাহাকে আক্রমণ করিতে আসিতেছে।

কোনো সম্ভ্রান্ত মহিলার একটি বিড়াল ছিল। তিনি যখন লিখিতেন তখন তাঁহার পোষা বিড়ালটি টেবিলের উপর বসিয়া তাঁহার কলমের দিকে চাহিয়া থাকিত। একদিন তিনি লিখিতে লিখিতে অন্যত্র উঠিয়া গিয়াছেন ... আসিয়া দেখিলেন যে তাঁহার 'টমি' নামে বড় বিড়াল ... তাঁহার মতো লিখিবার চেষ্টা ...

... পোষা বিড়াল ছিল। একদিন .. কাজ করিতেছিলেন ; এমন সময় ... খেলা করিতে করিতে জলের টবের ভিতর ... গিয়াছিল। তিনি তাহা দেখিতে পান নাই। ঘরে প্রাচীরের উপর হইতে বিড়ালটি এই ব্যাপার দেখিতে পাইয়া গৃহিণীর আঁচল ধরিয়া

টানাটানি করিতে লাগিল। শেষে তিনি বিরক্ত হইয়া দেখিলেন যে তাঁহার শিশু পুত্রটি খেলা করিতে করিতে জলের টবে পড়িয়াছে। তখন তিনি দৌড়াইয়া গিয়া তাহাকে জল হইতে তুলিলেন। আল্লাহর কৃপায় সে যাত্রা সন্তানটি রক্ষা পাইল।

প্রশ্ন : নিজের কথায় বিড়ালের বিষয়টি লিখ। গল্পটি পড়িয়া কি শিখিলে?
বানান কর : ইচ্ছা, গৃহস্থ, সন্তান, রক্ষা, গৃহিণী, ব্যাপার, অন্যত্র।

ঈদের চাঁদ

রমজানেরই রোজার শেষে
উঠেছে আজ ঈদের চাঁদ
চারদিকে আজ খুশির তুফান
নাই ভাবনা নাই বিষাদ।

কাল সকালে ঈদের নামাজ
পড়তে যাব ঈদগাহে
নিঁদ নাই তাই আজকে চোখে
মন ছুটে আল্লার রাহে।

আতর গোলাব মাখব গায়ে
রঙিন পিরহান পরি
শিরনি শেমাই ক্ষীর খাব ভাই
ভর্তি করে তশতরি। ...

যে হজরতের উম্মত যাঁর
দোওয়ায় আসে ঈদ এমন,
তাঁহার নামে পড়ব দরুদ
চাইব সদা তাঁর শরণ।

আলোচনা : ঈদগাহ—যেখানে ঈদের নামাজ পড়ে, রাহে—পথে, পিরাহান—জামা, বুজর্গানদেরে—গুরুজনদেরে, দোওয়ায়—আশীর্বাদে।

প্রশ্ন : ঈদ কখন হয়? ঈদের দিনে তোমরা কি কর? রমজানের রোজা কাহাকে বলে?

হার-জিত

ভীমরুল মৌমাছিতে হল রেষারেষি,
দুজনার মহাতর্ক কার শক্তি বেশি।
ভীমরুল কহে,—আছে সহস্র প্রমাণ,
তোমার কামড় নহে আমার সমান।
মৌমাছির কথা নাই, ছলছল আঁখি
হাতেফ কহিল তারে কানে কানে ডাকি,—
'কেন বাছা মাথা হেঁট একথা নিশ্চিত
বিষে তুমি হার মান, মধুতে যে জিত।'

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আলোচনা : রেষারেষি—রাগারাগি, ... আঁখি—চক্ষু, জিত—জয় করা।
প্রশ্ন : কবিতাটি আবৃত্তি কর। কবিতাটি পড়িয়া কি শিখিলে?